ভোরের কাগজ

তারিখ ...DEC. 20 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭.....

সম্পাদকীয়

ঢাকা সোমবার ৬ পৌষ ১৪০৬
২০ ডিসেম্বর ১৯৯৯

ভোরের কাগজ

সমাবর্তন

গত শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল দেশের প্রধান বিদ্যাপীঠই নয়, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের মাধ্যমে সর্বদাই এ মহতী প্রতিষ্ঠান আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে এসেছে। সুদীর্ঘ ৭৮ বছরের পথ-পরিক্রমায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয়েছে ব্যাপক কৃতিত্বের এক বিশাল কর্মশালায়। বিশেষ করে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে— ত্যাগে ও সংগ্রামে যে দৃষ্টান্ত এখানে সৃষ্টি হয়েছে, তা নজিরবিহীন! ১৯২১ সালের ১ জুলাই মাত্র ৩টি অনুষদ ও ১২টি বিভাগ নিয়ে যে বিদ্যাপীঠের যাত্রা শুরু হয়, তার প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল একটি ব্রত 'ট্রুথ শ্যাল প্রিভেইল'। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যখন মেধামননের চর্চার মাধ্যমে সত্যানুসন্ধান করবে, আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যখন সত্য প্রতিষ্ঠারও মানবিক দায়িত্ব পালন করবে, তখন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও সামাজিক অস্থিতিশীলতার মর্মান্তিক শিকার হয়েছে এই পবিত্র শিক্ষাঙ্গন। সর্বগ্রাসী সেশন জট, রক্তক্ষয়ী কলহ কোন্দল ও অতি স্থূল রাজনীতিচর্চা শিক্ষার মূল চেতনাকে ব্যাহত, বিপর্যস্ত করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের পর বছর সমাবর্তন অনুষ্ঠান না হওয়ার পেছনে এই পটভূমিই যে ক্রিয়াশীল ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জীবনে সমাবর্তন এক অনন্য উৎসব। যে শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীলতা বিকাশের মহত্তম সহায়ক হয়ে জীবনের আলোছায়া ভরা পথে প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে, আনন্দ ও আনুষ্ঠানিকতার অনুপস্থিতিতে তা ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে। চেতনাতীত থেকে গেছে। যুগের পর যুগ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান না হওয়ার বেদনা সত্যিই অপার। ৪০তম সমাবর্তনে সমাগত কৃতী শিক্ষার্থীর আনন্দোজ্জ্বল মুখচ্ছবিতে ছিল তাদের অনাস্বাদিত সে উপলব্ধিরই অবিকৃত প্রতিফলন।

সমাবর্তনের আবেগ ও আনন্দ কেবল শিক্ষার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তা স্পর্শ করে শিক্ষক এবং অভিভাবককেও। বিদ্যার্থীদের কে না স্বপ্ন দেখে- একদিন সেও আজানুলম্বিত গাউন ও ঝলমলে শিরোপায় সেজে সুশোভিত ক্যাম্পাস-সরণির মাঝখান দিয়ে মিছিল করে এগিয়ে যাবে। বিগত তিন দশকে এমনি কতো স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে— কতো আশার অপমৃত্যু ঘটেছে, তার আনুপূর্বিক হিসাব কি কখনো পাওয়া যাবে?

এবারের সমাবর্তনে আনন্দঘন পরিবেশে নোবেল বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেনকে 'ডক্টর অফ সায়েন্স' এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ডক্টর অফ ল' ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রায় ১ হাজার ৭০০ জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিগ্রি প্রদানের ঘোষণা দেন চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডক্টর অফ ল ডিগ্রি প্রদানের জন্য একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত পাঠ করে শোনান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০তম সমাবর্তন সন্দেহ কি— আমাদের শিক্ষাঙ্গনে নতুন আশার সুবাতাস বইয়ে দিয়েছে। আমরা আশা করবো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে এবং এই আনুষ্ঠানিকতার আনন্দ থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন আনন্দ ও উদ্দীপনা লাভ করবে। এ ধারা অব্যাহত থাক, জাতি আজ সে প্রত্যাশাই করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০তম সমাবর্তন সন্দেহ কি— আমাদের শিক্ষাঙ্গনে নতুন আশার সুবাতাস বইয়ে দিয়েছে। আমরা আশা করবো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে এবং এই আনুষ্ঠানিকতার আনন্দ থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন আনন্দ ও উদ্দীপনা লাভ করবে।